''ব্রহ্মা বাবার বিশেষ পাঁচ কদম''

আজ, বিশ্ব স্নেহী বাবা নিজের বিশেষ অতি স্নেহী আর সমীপ বাচ্চাদের দেখছেন। বাচ্চারা সকলেই স্নেহী কিন্তু অতি স্নেহী এবং সমীপ বাচ্চা তারাই যারা প্রতি পদে ফলো করে। নিরাকার বাবা সাকারী বাচ্চাদের সামনে সাকার রূপে ব্রহ্মা বাবাকে নিমিত্ত রেখেছেন, ফলো করার জন্য। যে আদি আত্মা ড্রামাতে ৮৪ জন্মের আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত অনুভব করেছেন এবং সাকার রূপে মাধ্যম হয়ে সবকিছু সহজ করার জন্য বাচ্চাদের সামনে এক্সাম্পল হয়েছেন। কারণ শক্তিশালী এক্সাম্পল দেখে তাদের পক্ষে ফলো করা সহজ হয়। সুতরাং স্নেহী বাচ্চাদের জন্য স্নেহের লক্ষণ রূপে বাবা ব্রহ্মা বাবাকে রেখেছেন। আর সব বাচ্চাকে এই শ্রেষ্ঠ শ্রীমৎ দিয়েছেন যে প্রতি কদমে 'ফলো ফাদার।' সবাই তোমরা নিজেকে ফলো ফাদার করা সমীপ আত্মা মনে করো? ফলো করা সহজ লাগে নাকি কঠিন মনে হয়? ব্রহ্মা বাবার বিশেষ পদক্ষেপ কী দেখেছ?

সর্বাপেক্ষা প্রথম পদক্ষেপ (কদম) - 'সর্ব্বংশ ত্যাগী', শুধুমাত্র তন আর লৌকিক সম্বন্ধে নয়, বরং সর্বাধিক বড় ত্যাগ, প্রথম ত্যাগ মন-বুদ্ধিতে সমর্পণ। অর্থাৎ মন-বুদ্ধিতে সব কর্মে সবসময় বাবা আর শ্রীমতের স্মৃতি থাকতো। সদা নিজেকে নিমিত্ত মনে করে সব কর্মে স্বতন্ত্র হয়েও প্রিয় থেকেছেন। দেহের সম্বন্ধ থেকে আমিত্ব ভাবের ত্যাগ। যখন বাবার সামনে মন-বুদ্ধির সমর্পণ হয়ে যায়, তখন দেহের সম্বন্ধ আপনা থেকেই ত্যাগ হয়ে যায়। 'সর্ব্বংশ ত্যাগী' - এটাই ছিলো প্রথম কদম।

দ্বিতীয় কদম - সদা আজ্ঞাকারী থেকেছেন। সবসময় একটা বিষয়ে - হয় স্ব পুরুষার্থে, অথবা যজ্ঞ-পরিপালনে নিমিত্ত হয়েছেন। কারণ নিজেই ব্রহ্মা, বিশেষ আত্মা, ড্রামাতে যাঁর পার্ট স্থিরীকৃত হয়ে আছে। মাতা পিতা একই আত্মা। যজ্ঞ-পালনার নিমিত্ত হয়েও সদা আজ্ঞাকারী থেকেছেন। স্থাপনের কার্য বিশাল হওয়া সত্ত্বেও যিনি কোনো আজ্ঞার উল্লঙ্ঘন করেননি। সবসময় 'জী হাজির' - এর প্রত্যক্ষ স্বরূপের সহজ ভাব তোমরা দেখেছ।

তৃতীয় কদম - প্রতিটি সঙ্কল্পেও তিনি একনিষ্ঠ। ঠিক যেমন এক পবিত্র নারী তার পতি ব্যতীত অন্য কাউকে স্বপ্নেও স্মরণ করতে পারে না, সেইরকমই সবসময় 'এক বাবা দ্বিতীয় কেউ নয়' - এই একনিষ্ঠতার প্রত্যক্ষ স্বরূপ তোমরা দেখেছ। নতুন, বিশাল স্থাপনের দায়িত্বের নিমিত্ত হয়েও একনিষ্ঠতার বলের দ্বারা, প্রত্যক্ষ কর্মে এক বল এক ভরসায় সব পরিস্থিতি সহজে পার করেছেন এবং করিয়েছেন।

চতুর্থ কদম - বিশ্ব সেবাধারী। সেবার বিশেষত্ব - একদিকে তিনি অতি নিরহঙ্কারী (নির্মান), ওয়ার্ল্ড সার্ভেন্ট; আরেকদিকে জ্ঞানের অথরিটি। যতটাই নিরহঙ্কারিতা ততটাই বেপরোয়া বাদশাহ। সত্যতার নির্ভীকতা - এটাই হল সেবার বিশেষত্ব। সম্বন্ধীরা, রাজনেতারা, ধর্মনেতারা অভিনব জ্ঞানের কারণে কত অপজিশন (প্রতিরোধ) করেছে, কিন্তু সত্যতা আর নির্ভীকতার পোজিশন অর্থাৎ অবস্থিতি দ্বারা সামান্যতমও তাঁকে টলাতে পারেনি। একেই বলে, নিরহঙ্কারিতা এবং অথরিটির ব্যালেন্স। এর রেজাল্ট তোমরা সবাই দেখছ। যারা কুৎসিত বাক্যে তিরস্কার করেছিল তারাও মন থেকে তাঁর সামনে ঝুঁকছে। সেবার সফলতার আধার নির্মান-ভান, নিমিত্ত-ভাব, অসীম ভাব। এই বিধিতেই তিনি সিদ্ধিস্বরূপ হয়েছিলেন।

পঞ্চম কদম - কর্মবন্ধন মুক্ত, কর্ম-সম্বন্ধ মুক্ত। অর্থাৎ শরীরের বন্ধন থেকে মুক্ত, ফরিস্তা অর্থাৎ কর্মাতীত। সেকেন্ডে নষ্টমোহ স্মৃতিস্বরূপ হয়ে সমীপ ও সমান হয়েছিলেন।

আজ, বাবা বিশেষ পাঁচ কদম সংক্ষেপে তোমাদের শোনালেন। বিস্তার তো অনেক কিন্তু সার রূপে এই পাঁচ কদমের উপরে যারা কদম রেখে চলে তাদেরকেই বলা হয়ে থাকে ফলো ফাদার করে। এখন নিজেকে জিজ্ঞাসা করো - কদমে কতটা ফলো করেছ? সমর্পিত হয়েছ নাকি সর্ব্বংশ সহ সমর্পিত হয়েছ? সর্ব-বংশ অর্থাৎ সঙ্কল্প, স্বভাব ও সংস্কার, নেচারে বাবা সমান হবে। চলতে চলতে যদি এখনো এটাই ভাবো আর বলো - আমার স্বভাব এই রকম, আমার নেচার এই রকম, না চাইলেও সঙ্কল্প চলে, কথা বেরিয়ে যায় - তাহলে এটাকে সর্ব্বংশ ত্যাগী বলা হবে না। তোমরা নিজেদের সমর্পিত বলে থাকো, কিন্তু

সর্ব্বংশ সমর্পণের ক্ষেত্রে আমার-তোমার হয়ে যায়। বাবার স্বভাব মানে স্ব এর ভাব অর্থাৎ আত্মিক ভাব। সংস্কার সদা বাবা সমান হতে দাও - স্নেহ, দয়া, উদারচিত্তের, যাকে দরাজদিল বলে থাকো। অনুদার হৃদয় অর্থাৎ সীমিত পরিসরের আমিত্বভাব দেখা- হয় নিজের প্রতি, অথবা নিজের সেবা-স্থানের প্রতি বা নিজের সেবা-সাথীদের প্রতি। আর দরাজদিল মানে সবার ক্ষেত্রে আপনবোধের অনুভব হবে। যে দরাজদিল হবে তার মধ্যে সদা সব ধরনের কার্যে, তা' তনের হোক বা মনের অথবা ধনের কিংবা সম্বন্ধে সফলতার সমৃদ্ধি (বরকত) হয়। সমৃদ্ধি অর্থাৎ বেশি লাভ হওয়া আর যারা সঙ্কীর্ণমনা তাদের পরিশ্রম বেশি, সফলতা কম হয়। আগেও তোমাদের শোনানো হয়েছিলো যে, অনুদারচিত্তের ভান্ডার আর পাকশালা সদা প্রাচুর্যে ভরা থাকে না। তাদের সেবা-সাথীরা অনেক সান্ত্বনা দেবে - তুমি এটা করো, আমরা সেটা করবো। কিন্তু সময়কালে তাদের সার্কমস্ট্যান্স (পরিস্থিতি) শোনাতে শুরু করে দেবে। সেইজন্যই বলা হয়ে থাকে, দরাজদিল হলে সর্বোত্তম প্রভু খুশি। জ্ঞানের রহস্যকে বুদ্ধিতে রেখে যে চলে তার উপরে সাহেব তথা বাবা সদাই প্রসন্ন। টিচার্স, তোমরা সবাই উদার হৃদয়, তাই না ! বড় থেকেও বড় অসীম কার্যার্থে তোমরা নিমিত্ত হয়েছ। এমন বলো না তো - আমরা অমুক এরিয়ার কল্যাণকারী কিংবা অমুক দেশের কল্যাণকারী? বিশ্ব-কল্যাণকারী হও, হও না ! এত বড় কার্য করার জন্য হৃদয়ও তো বড় হওয়া প্রয়োজন, তাই না? বড় অর্থাৎ অসীম, নাকি টিচাররা বলবে যে, তোমাদের সীমা করে দেওয়া হয়েছে? সীমাই বা কেন করে দেওয়া হয়েছে, কারণ? ছোট হৃদয়। যত বড় এরিয়া বানিয়ে দেওয়া হোক, কিন্তু তোমরা সদা অসীম ভাব রাখো, হৃদয়ে সীমা রেখো না। স্থানের সীমার প্রভাব হৃদয়ে পড়তে দেওয়া উচিত নয়। যদি হৃদয়ে সীমাবদ্ধতার প্রভাব পড়ে তাহলে অসীম জগতের বাবা সীমিত হৃদয়ে থাকতে পারেন না। বাবা বড়, আর সেইজন্য বড় হৃদয় তো প্রয়োজন, তাই না ! মধুবনে থাকতে ব্রহ্মা বাবা কখনো এই সঙ্কল্প করেছেন যে, মধুবন তো শুধুই আমার, আর বাকি পাঞ্জাব, ইউ.পি., কর্ণাটক ইত্যাদি বাচ্চাদের? ব্রহ্মা বাবার প্রতি তো সবার ভালোবাসা আছে, তাই না ! ভালোবাসার অর্থ হলো ফলো করা।

টিচাররা সবাই তোমরা ফলো ফাদার করো, নাকি বলো আমার সেন্টার, আমার জিজ্ঞাসু (স্টুডেন্ট), আমার উপার্জন? আর স্টুডেন্টও মনে করে - ইনি আমার টিচার ! ফলো ফাদার অর্থাৎ 'তোমার' মধ্যে 'আমার' মিশিয়ে দেওয়া, অসীমের মধ্যে সীমাকে মিশিয়ে দেওয়া। এখন এই কদমে কদম রাখার আবশ্যকতা আছে। সবার সঙ্কল্প, বোল, সেবার বিধি অসীম তা' অনুভব হতে দাও। তোমরা বলো তো না - এই বছরে এখন কী করতে হবে, তো স্ব-পরিবর্তনের জন্য সীমা-কে সর্ব্বংশ সমেত সমাপ্ত করো। যাকেই দেখ অথবা যে কেউই তোমাকে দেখবে - অসীম জগতের বাদশাহ হওয়ার নেশা যেন অনুভূত হয়। যারা সীমিত হৃদয়ের তারা অসীম জগতের বাদশাহ হতে পারে না। সীমিত হৃদয়ে অসীম বাদশাহ হওয়া যায় না। এমন ভেবো না যে, যত বেশি সেন্টার খুলবে বা যত বেশি সেবা করবে ততো বড় রাজা হবে। এর ভিত্তিতে স্বর্গের প্রাইজ প্রাপ্ত হবে না। সেবাও হবে, সেন্টারও হবে কিন্তু সীমাবদ্ধতার লেশমাত্র যেন না থাকে, তাদেরই নম্বর অনুক্রমে বিশ্ব-রাজত্বের সিংহাসন প্রাপ্ত হবে। অতএব, ক্ষণকাল পূর্বেও অল্প সময়ের জন্য আপন হৃদয়কে খুশি করে বসে যেও না, যে এখনো বেহদের সুগন্ধযুক্ত বাবা সমান আর সমীপে আছে, ২১ জন্মও সে ব্রহ্মা বাবার সমীপে হবে। সুতরাং এমন প্রাইজ চাই নাকি এখনের? আমার অনেক সেন্টার্স আছে, অনেক জিজ্ঞাসু আছে.... এই অনেক অনেক - এর মধ্যে যেও না, সঙ্কীর্ণতামুক্ত হৃদয়কে আপন করে নাও। শুনেছ, এই বছরে কী করতে হবে? এই বছরে স্বপ্নেও যেন হদের সংস্কার উৎপন্ন হতে দিও না। সাহস তো আছে না? একে অপরকে ফলো ক'রো না, বাবাকে ফলো ক'রো।

দ্বিতীয় বিষয় - বাপদাদা বাণীর প্রতিও তোমাদের অ্যাটেনশন দেওয়ার জন্য বলেছিলেন। এই বছর নিজের বোলের উপরে বিশেষ ডবল অ্যাটেনশন দাও। বোলের জন্য সবাইকে ডিরেকশন পাঠানো হয়েছে। এই জন্য তোমাদের প্রাইজ প্রাপ্ত হবে। সততা আর স্বচ্ছতার সাথে নিজের চার্ট নিজেই রাখো। তোমরা সত্য বাবার বাচ্চা, তাই না ! বাপদাদা সবাইকে ডিরেকশন দেন - যখন দেখছ সেবা স্থিতিকে অস্থির করে তুলছে, সেই সেবাতে কোনো সফলতা হতে পারে না। যদি সেবা কমও করো, কিন্তু স্থিতিকে নিচে আসতে দিও না। যে সেবা স্থিতিকে নিচে নামিয়ে আনে সেটাকে সেবা কীভাবে বলবে ! সেইজন্য বাপদাদা সবাইকে আবারও বলবেন যে, সদা স্ব-স্থিতি আর সেবা অর্থাৎ অন্যদের সেবার সাথে সাথে সদা স্ব-সেবা হতে হবে। স্ব-সেবা ছেড়ে পর-সেবা করা, এর থেকে সফলতা প্রাপ্ত হয় না। স্ব-সেবা এবং পর-সেবার মনোবল রাখো। সর্বশক্তিমান বাবা সহায়, সেইজন্য সাহসের দুইয়ের ব্যালেন্স রেখে এগিয়ে চলো। দুর্বল হ'য়ো না। অনেকবারের নিমিত্ত হয় বিজয়ী আত্মা। এমন বিজয়ী আত্মাদের জন্য কোনো মুশকিল হয় না, কোনো পরিশ্রম হয় না। তারপরে অ্যাটেনশন আর অভ্যাস - এটাও তোমরা আপনা থেকেই সহজে অনুভব করবে। অ্যাটেনশনেরও টেনশন রেখো না। কেউ কেউ অ্যাটেনশনকে টেনশনে বদলে নেয়। ব্রাহ্মণ-আত্মাদের নিজ সংস্কার "অ্যাটেনশন আর অভ্যাস"। আচ্ছা !

বাকি থাকে বিশ্ব কল্যাণের বিষয়। তো এই বছর যারা যারা সম্পর্কে আসার বার্তা শুনেছে, প্রত্যেক সেন্টার তাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে যথা-শক্তি স্নেহ-মিলন করো। পৃথক পৃথক পেশার হিসেবে আলাদা আলাদা ভাগেই করো কিম্বা সবাইকে একসাথে মিলিয়েই করো, কিন্তু আত্মাদের দিকে বিশেষ অ্যাটেনশন দাও। পার্সোনালি তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করো। শুধুমাত্র যদি পোস্ট পাঠিয়ে দাও তাহলে সেই কারণেও রেজাল্ট কম বের হবে। তোমাদের নতুন স্টুডেন্ট যারা আসছে তাদেরকে নিয়ে গ্রুপ বানাও আর তাদের মধ্যে থেকে অল্প কয়েককে পার্সোনালি সমীপে আসার নিমিত্ত বানাও। সব স্টুডেন্ট তখন বিজি হবে আর সেবার সিলেকশনও হয়ে যাবে, যেটা তোমরা বলে থাকো - তোমরা এটাকে টানা ফলো করে যাচ্ছ না। এমন আত্মাদেরও নতুন কিছু শোনাতে হবে। এখন পর্যন্ত তো বেটার ওয়ার্ল্ড কেমন হবে তার ভিশন তোমরা একত্র করেছ। এখন নিজেদের দিকে তাদের অ্যাটেনশন আকর্ষণ করো। তার জন্য বিশেষ টপিক রাখো "সেল্ফ প্রগ্রেস" এবং সেল্ফ প্রগ্রেসের আধার।" নতুন এই বিষয়কে রাখো। এই স্ব-প্রগ্রেসের জন্য স্পিরিচুয়াল বাজেট বানাও আর বাজেটে তো সবসময় সঞ্চয় প্রকল্প (স্কীম) বানানো হয়ে থাকে। তাহলে স্পিরিচুয়াল সঞ্চয়ের খাতা কী ! সময়, বোল, সঙ্কল্প আর এনার্জিকে ওয়েস্ট থেকে বেস্ট-এ চেঞ্জ করতে হবে। সবাইকে এখন স্ব-এর দিকে অ্যাটেনশন আকর্ষণ করাও। বাচ্চারা টপিক বের করেছিলো "ফর সেল্ফ-ট্রান্সফর্মেশন।" কিন্তু এই বছর প্রত্যেক সেবাকেন্দ্রের ফ্রিডম আছে, যে যতটা করতে পারে, নিজের স্ব-উন্নতির সাথে প্রথমে নিজের সঞ্চয়ের বাজেট বানাও আর সেবাতে অন্যদের এই বিষয়ের অনুভব করাও। যদি কোনো বড় প্রোগ্রাম রাখতে পারো তো রাখো, যদি-বা না করতে পারো তবুও ছোট প্রোগ্রাম করো। কিন্তু বিশেষ অ্যাটেনশন স্ব-সেবা আর পর-সেবার অথবা বিশ্ব সেবার ব্যালেন্স হোক। এমন নয় যে, সেবায় এতই বিজি হয়ে যাও যাতে স্ব-উন্নতির সময়ই না পাও। এই বছর, স্বতন্ত্র সেবা করার জন্যে। যত করতে চাও করো। উভয় প্ল্যানই স্মৃতিতে রেখে আরও অ্যাডিশন করতে পারো আর তার ফলে তোমাদের প্ল্যানকেও রঙ্গ জড়িত করতে পারো। বাবা সদা বাচ্চাদের সামনে রাখেন। আচ্ছা !

চারিদিকের ফলো ফাদার করা সব শ্রেষ্ঠ আত্মাকে, সদা ডবল সেবার ব্যালেন্স রেখে বাবার ব্লেসিংসের অধিকারী হওয়া আত্মাদের, সদা বেহদের বাদশাহ - এমন রাজযোগী, সহজযোগী, স্বতঃ যোগী, সদা অনেকবারের বিজয়ের নিশ্চয় আর নেশায় থাকা অতি সহযোগী স্নেহী বাচ্চাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

অব্যক্ত বাপদাদার সাথে পার্সোনাল সাক্ষাৎ -

প্রতি কল্পের আমি পূজ্য আত্মা, এমন অনুভব করো ? অনেকবার পূজ্য হয়েছ আর আবারও পূজ্য তৈরি হচ্ছ। পূজ্য আত্মা কেন হও? কারণ যারা নিজেরা স্বমানে থাকে তাদের আপনা থেকেই অন্যদের দ্বারা মান প্রাপ্ত হয়। স্বমানকে জানো তোমরা? কত উঁচু তোমাদের স্বমান? কেউ কত বড় স্বমানেরই হোক, কিন্তু তোমাদের সামনে কিছুই না। কারণ তাদের স্বমান সীমিত পরিসরের আর তোমাদের হল আত্মিক স্বমান। আত্মা অবিনাশী তো স্বমানও অবিনাশী। তাদের হল দেহের মান। দেহ বিনাশী তো স্বমানও বিনাশী। কখনো কেউ প্রেসিডেন্ট হবে কিম্বা কেউ প্রাইম মিনিস্টার, কিন্তু শরীর চলে গেলে স্বমানও যাবে। তাহলে, তখন প্রেসিডেন্ট থাকবে কি? আর তোমাদের স্বমান কী? শ্রেষ্ঠ আত্মা, পূজ্য আত্মা। আত্মা হওয়ার স্মৃতি তোমাদের থাকে, সেইজন্য অবিনাশী স্বমান। তোমরা বিনাশী স্বমানের দিকে আকৃষ্ট হতে পারো না। যাদের স্বমান অবিনাশী তারা পূজ্য আত্মা হয়। এখনো পর্যন্ত নিজেদের পূজা দেখছো। যখন নিজেদের পূজ্য স্বরূপকে দেখ তখন স্মৃতি আসে তো না যে, এই রূপ আমাদেরই। হতে পারে, ভক্তরা নিজের নিজের ভাবনা থেকে রূপ দিয়ে দিয়েছে, কিন্তু তোমরাই তো হও পূজ্য আত্মা। যতটাই স্বমান ততটাই আবার নির্মান (নিরহঙ্কার)। স্বমানে তোমাদের কোনো অভিমান থাকে না। এমন নয় - আমরা তো উঁচু হয়ে গেছি, অন্যেরা ছোট অথবা তাদের প্রতি তুচ্ছ ভাব আছে, এমন হওয়া উচিত নয়। আত্মা যেমনই হোক, কিন্তু সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাদের দেখবে, দাম্ভিকতার দৃষ্টিতে নয়। না দাম্ভিকতা, না অপমান। এখন এই আচরণ ব্রাহ্মণ জীবনের নয়। তাহলে দৃষ্টি বদল হয়ে গেছে তো না ! এখন জীবনই বদলে গেছে, দৃষ্টি তো আপনা থেকেই বদলে গেছে, তাই না ! এমনকি, তোমাদের সৃষ্টিও বদলে গেছে। এখন তোমাদের সৃষ্টি কী ! এখন তোমাদের সৃষ্টি বা সংসার বাবাই। বাবাতেই তো পরিবার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এখন কাউকে যদি দেখবে তো আত্মিক দৃষ্টিতে, মহান দৃষ্টিতে দেখবে। এখন শরীরের প্রতি দৃষ্টি যেতে পারে না, কারণ দৃষ্টি বা নয়নে সদা বাবা সমাহিত হয়ে আছেন। যার নয়নে বাবা আছেন সে দেহবোধে কেন যাবে? বাবা সমাহিত হয়ে আছেন নাকি সমাহিত হচ্ছেন? যদি বাবা সমাহিত হয়ে আছেন তবে তো আর কেউ সমাহিত হতেই পারে না। সাধারণভাবে যদি দেখ তবে চোখের চমৎকারিত্ব হয়ই বিন্দুর কারণে । এই সবকিছু কে দেখছে? শরীরের হিসেবেও তো বিন্দুই, তাই না ! ছোট একটা বিন্দু চমৎকার করে। সুতরাং দেহের সুবাদেও ছোট একটা বিন্দু চমৎকার করে এবং আত্মিক সম্বন্ধেরও বাবা বিন্দু সমাহিত হয়ে আছেন, সেইজন্য আর

কেউ সমাহিত হতে পারে না। এই রকম উপলব্ধি করো তোমরা? যখন পূজ্য আত্মা হয়ে গেছ তো পূজ্য আত্মাদের নয়ন সদা নির্মল দেখায়। তারা দাম্ভিকতা বা অপমানে পূর্ণ নয়ন দেখায় না। যে কোনও দেবী বা দেবতার নয়ন নির্মল বা অলৌকিক (রূহানী) হবে। তাহলে, এই নয়ন কার? কখনো কারও প্রতি যদি কোনও সঙ্কল্প তৈরি হয় তখন স্মরণ করো আমি কে? আমার জড়-চিত্রও অলৌকিক নয়নধারী, সুতরাং চৈতন্যে আমার কেমন হওয়া উচিত ছিলো? লোকে এখনো তোমাদের মহিমায় বলে, সর্বগুণসম্পন্ন, সম্পূর্ণ নির্বিকারী। তাহলে তুমি কে? সম্পূর্ণ নির্বিকারী, তাই না ! অংশমাত্রও বিকার যেন না থাকে। সদাসর্বদা এই স্মৃতি রাখো যে, আমার ভক্ত আমাকে এই রূপে স্মরণ করছে। চেক করো - জড় চিত্র আর চৈতন্য-চরিত্রের মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই তো? চরিত্র থেকেই চিত্র তৈরি হয়েছে। সঙ্গমে প্র্যাকটিক্যাল চরিত্র দেখিয়েছেন, তবে চিত্র হয়েছেন। আচ্ছা।

বরদানঃ- সর্বশক্তির সম্পন্নতার দ্বারা বিশ্বের বিঘ্নকে সমাপ্ত করে বিঘ্ন-বিনাশক ভব

যারা সর্বশক্তিতে সম্পন্ন তারাই বিঘ্ন-বিনাশক হতে পারে। বিঘ্ন-বিনাশকের সামনে কোনও বিঘ্ন আসতে পারে না। কিন্তু যদি কোনো শক্তি কম থাকে তাহলে বিঘ্ন-বিনাশক হতে পারে না। সেইজন্য চেক করো যে, সর্বশক্তির স্টক পরিপূর্ণ আছে? এই স্মৃতি বা নেশায় থাকো যে, সর্বশক্তি আমার উত্তরাধিকার, আমি মাস্টার সর্বশক্তিমান, সুতরাং কোনো বিঘ্ন থাকতে পারে না।

স্লোগানঃ- যে সদা শুভ সঙ্কল্পের রচনা করে সে-ই ডবল লাইট থাকে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;